COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া

নভেম্বর '২০২০ ইং

কাঁকড়া চাষ প্রকল্প:

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ইফাদ এর অর্থায়নে Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) Project এর আতওতায় কাঁকড়া চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্প টি কোস্ট ট্রাস্ট বাস্তবায়ন করছে। কক্সবাজার জেলার সদর, টেকনাফ, চকরিয়া, মহেশখালী ও উখিয়া উপজেলার ৭৫০০ জন কাঁকড়া চাষী প্রকল্পের আওতাভুক্ত। ৩৩ মাস মেয়াদী প্রকল্পটি মার্চ ২০১৮ সাল হতে শুরু করে ডিসেম্বর ২০২০ মাস পর্যন্ত চলবে।

প্রকল্পটির লক্ষ্য:

উন্নত পদ্ধতিতে কাঁকড়ার চাষ ও মোটাতাজাকরণের মাধ্যমে কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের জনবল প্রধান ইন্টারভেনশন সমুহ:

- কাঁকড়া হাচারী স্থাপন।
- মা কাঁকড়ার খামার স্থাপন।
- সমস্যা সমাধানে ইস্যু ভিত্তিক সভা।
- ক্রস ভিজিট
- চাষীদের নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- সার্ভিস প্রোভাইডর প্রশিক্ষণ।
- কাঁকড়া চাষীদের আধুনিক কলাকৌশল ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- ফড়িয়া-ডিপো মালিকদের কাঁকড়া সংরক্ষণ ও প্যাকেজিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

প্রযুক্তির ছোয়ায় কাঁকড়া খামারে সফলতা:

এক একর জায়গায় ৬৫ হাজার টাকা বিনোয়োগ করে ২০ দিনে আয় করেছেন ২০ হাজার টাকা। সম্ভাবনাময় এ খাতটির নাম কাঁকড়া মোটাতাজাকরণ। এখনও আমাদের দেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যেই খাদ্যাভাস হিসেবে কাঁকড়া পরিচিত। যুগের পরিবর্তনে মুসলমানদের খাবারের তালিকায় স্থান পেলেও তা হাতে গোনা কিছু। তবে পেশায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সহ সকলেই এগিয়েছেন সমান তালে। নুরুল বশর তাদেরই একজন। কক্সবাজার

নুরুল বশর তার খামারে কাঁকড়ার পরিচর্চা করছেন।ছবি তুলছেন হাসিব শেখ

জেলার টেকনাফ উপজেলার সর্ব উত্তরে ঝিমংখালী ১ একর জায়গায় গড়ে তোলেন কাঁকড়ার খামার। ২০১৫ সাল থেকে কাঁকড়া চাষের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও এ বছর লাভ তো পরের বছর লোকসান। হাটি হাটি পায়ে এগুচ্ছিলেন এ পেশায়। কারিগরি কোন জ্ঞান ছিল না এ পেশায়। সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করতেন। পুকুরের পানির লবণাক্ততা, মাটির পিএইচ, তাপমাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেন, চুন প্রয়োগ, সার প্রয়োগ, খাদ্য, ঘনত্ব তা সবই ছিল অনুমান নির্ভর। ঝিমংখালী ১ একর জায়গায় গড়ে তোলেন কাঁকড়ার খামার। ২০১৯ সালে আগস্ট মাসে প্রকল্প থেকে দুই দিন ব্যাপী কাকঁড়া চাষীদের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন। প্রশিক্ষনের পর নিয়মানুযায়ী শতাংশ প্রতি হিসেব করে (ঘনত্ব অনুযায়ী) কাঁকড়া চাষ করা হয়। পানির লবণাক্ততা পরিমাপ করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে জোয়াড় ও ভাটায় খামারে পানি প্রয়োগ করা হয়। নুরুল বশর বলেন, ৫০ শতাংশ জমিতে সে কাঁকড়া চাষ করে। প্রশিক্ষনের পর এক একর জমিতে সে কাঁকড়া মোটাতাজার জন্য উদ্যোগ নেয়। গত অক্টোবর'২০ মাসে এক একর পুকুরে ১০ হাজার টাকায় ১০০ কেজি খোসা কাঁকড়া ছাড়েন। ২০ দিনে ৭৫০০ টাকার খাদ্য খাওয়ান। খামার তত্বাবধানের জন্য নিয়মিত একজন শ্রমিক রয়েছে যার বেতন ১০ হাজার টাকা। শুক্কুর বলেন, ২০দিনে সকল খরচ সহ ৩৫ হাজার টাকা বিনোয়োগ করে ৫৬০০০/- হাজার টাকার কাঁকড়া বিক্রি করেন। নীট লাভ করেন ২১ হাজার টাকা। নুরুল বশর বলেন, আরও এক একর পুকুর মোটাতাজাকরনের আওতায় আনবে। কাঁকড়ার ঘেরের পাড়ে সব্জির চাষ করা হবে। একটি আদর্শ খামারে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি।

কারিগড়ি পরামর্শ প্রদান ও খামার পরিদর্শন ।

প্রকল্পের সহকারী ভেল্যু চেইন ফেসিলেটেটররা প্রতিদিন তাদের কর্মএলাকার কাঁকড়া চাষীদের, কাঁকড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষ সম্প্রসারন ও উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিদিন তাদের খামার পরিদর্শন করে, চাষীদের দক্ষতা

একজন সফল খামারির কাঁকড়ার ঘের পরিদর্শন করছেন প্রকল্পের সহকারী বেল্যুচেইন ফেসিলেটেটর হাসিব শেখ। হোয়াইক্যং, টেকনাফ।

উন্নয়ন বিষয়ক পরামর্শ দিয়ে থাকে। খামার ভিজিট কালীন কাঁকড়া চাষীরা আধুনিক কলাকৌশল বিষয়ে কি ভাবে কাঁকড়া চাষ করবেন এবং কাঁকড়া খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা, ও আধুনিক খামার স্থাপনের বিষয়ে জ্ঞান ধারন দিয়ে থাকেন। প্রতিনিয়ত খামারের পানির লবনাক্তাতা ও মাটির পিইচ পরক্ষিা করে পরামর্শ প্রদান করেন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ কোস্ট ট্রাস্ট, পেইস-ক্র্যাব প্রকল্প, আনাস ভিলা, খুরুশকুল রোড, কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৩১৩৭৯৮৮৬৫, ইমেইলঃ maksud@coastbd.net

সম্পাদকীয়: সমৃদ্ধির জন্য কাঁকড়া-পঞ্চম সংখ্যা প্রকাশে যারা লেখা পাঠিয়ে এবং অন্যান্যভাবে সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।